জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে চলমান প্রকল্পের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	কর্মসূচীর নাম	বাস্তবায়নকাল	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	কর্মসূচী এলাকা
১	২	৩	৪	৫
১।	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন চরখালী ফেরীঘাট সংলগ্ন চর এলাকা বনায়নের মাধ্যমে ভূমির উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প।	এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত। প্রকল্প সমাপ্তি না হওয়ায় সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হবে।	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসকরণ এবং চর বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকরণ ও সাইক্লোন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি মাটির ক্ষয়রোধ এবং জলোচ্ছ্বাস রোধ করণ।	বরিশাল বিভাগের পিরোজপুর জেলার আওতাধীন ভান্ডারিয়া উপজেলা।
২।	জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল (খসড়া) সংশোধন ও পরিমার্জন প্রকল্প।	জুলাই ২০১৫- ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত।	জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল (খসড়া) সংশোধন ও পরিমার্জন করে চুড়ান্তকরণ।	সমগ্র বাংলাদেশ
৩।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর এর বর্ধিতাংশে বায়োডাইভারসিটি পার্ক উন্নয়ন প্রকল্প।	আগস্ট, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত।	দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে বিরল ও বিপন্ন প্রজাতীর চারা সংগ্রহের মাধ্যমে বাগান সৃজন,উদ্ভিদ বৈচিত্র্য ও জীনপুল সংরক্ষণ; পার্ক এলাকার শালবন সংরক্ষণ ও বনায়ন এবং শোভাবর্ধনকারী বাগান এবং পশু পাখীর খাবার উপযোগী বাগান সৃজনের মাধ্যমে Carbon Sequestration করা; জলাধার নির্মাণের মাধ্যমে জলজপাখী ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন করা; জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাব কমানো/হ্রাসকরণ ; শালবনের বিপন্ন বন্যপ্রাণীর In-situ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা ও প্রাকৃতিক পরিবেশে বংশবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা; ইকোট্যুরিজম এর মাধ্যমে দেশী- বিদেশী পর্যটকদের প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি এবং স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্রের সমৃদ্ধিকরণ; বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও প্রজনন ক্ষেত্র উন্নয়ণ এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর

ক্রমিক নং	কর্মসূচীর নাম	বাস্তবায়নকাল	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	কর্মসূচী এলাকা
১	২	৩	৪	৫
৪।	পিরোজপুর রিভারভিউ ইকোপার্ক (ডি,সি পার্ক) এর সংস্কার ও সৌন্দর্য্যবর্ধন কাজ ও বনায়ন প্রকল্প।	ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর,২০১৯ পর্যন্ত। প্রকল্প সমাপ্তি না হওয়ায় সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হবে।	প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্রের সমৃদ্ধিকরণ; বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদের জীনপুল সংরক্ষণ; ইকো-পার্ক এলাকায় শোভাবর্ধনকারী বাগান এবং পশু পাখীর খাবার উপযোগী বাগান সৃজনের মাধ্যমে Carbon Sequestration করা; বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও প্রজনন ক্ষেত্র উন্নয়ণ; স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির সংরক্ষন এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।	পিরোজপুর সদর,পিরোজপুর।
৫।	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় উপকূলীয় অঞ্চলের পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া উপজেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সবুজ বেষ্টনী সৃজনের লক্ষ্যে মরাখালসমূহ পুনঃখনন এবং বনায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত। প্রকল্প সমাপ্তি না হওয়ায় সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হবে।	প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্রের সমৃদ্ধিকরণ; ইকো-পার্ক এলাকায় বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় বৃক্ষ রোপণ ও শোভাবর্ধনকারী বৃক্ষসহ পশুপাখীর খাবার উপযোগী বনজ ও ফলজ বৃক্ষরোপণ মাধ্যমে Carbon Sequestration করা; স্থানীয় জনসাধারণের বিনোদনের সৃষ্টি; বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদের জীনপুল সংরক্ষণ; বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও প্রজনন ক্ষেত্র উন্নয়ণ; স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং রাজস্ব আয়ের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।	ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর।
৬।	পিরোজপুর পুলিশ লাইন ইকো পার্ক নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত। প্রকল্প সমাপ্তি না হওয়ায় সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হবে।	প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্রের সমৃদ্ধিকরণ; ইকো-পার্ক এলাকায় বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় বৃক্ষ রোপণ ও শোভাবর্ধনকারী বৃক্ষসহ পশুপাখীর খাবার উপযোগী বনজ ও ফলজ বৃক্ষরোপণ মাধ্যমে ঈধৎনড়হ ঝবয়ঁবংঃৎধঃরড়হ করা; স্থানীয় জনসাধারণের বিনোদনের সৃষ্টি; বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদের জীনপুল সংরক্ষণ; বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও প্রজনন ক্ষেত্র উন্নয়ণ; স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং রাজস্ব আয়ের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।	পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর।
৭।	ভাণ্ডারিয়া থানা ইকো-পার্ক উন্নয়ন ও সংস্কার।	অক্টোবর, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত। প্রকল্প সমাপ্তি না হওয়ায় সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হবে।	সৌন্দর্যবর্ধক বাগান সৃজনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত নেতিবাচক প্রভাব কমানো/ হ্রাসকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ইকোপার্ক সৃষ্টির মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন, দেশী-বিদেশী পর্যটকদের প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে চিত্ত-বিনোদনের জন্য পরিবেশ বান্ধব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিকরণ, প্রতিবেশ পর্যটনের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর।

ক্রমিক নং	কর্মসূচীর নাম	বাস্তবায়নকাল	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	কর্মসূচী এলাকা
১	২	৩	৪	৫
			করা এবং দেশের বন ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও আগ্রহী গবেষকদের গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিকরণ।	
৮।	কুকরী-মুকরী ইকোপার্ক স্থাপন প্রকল্প	জুলাই,২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্প সমাপ্তি না হওয়ায় সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব প্রশমনকরণ। সৌন্দর্যবর্ধক বাগান সৃজনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাব কমানো/ হ্রাসকরণ ; জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ইকোপার্ক সৃষ্টির মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের উন্নয়ন; জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন; দেশী-বিদেশী পর্যটকদের প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে চিত্ত-বিনোদনের জন্য পরিবেশ বান্ধব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিকরণ; প্রতিবেশ পর্যটনের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা; দেশের বন ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও আগ্রহী গবেষকদের গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিকরণ।	চরফ্যাশন, ভোলা।
৯।	মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসনে সৌর বেষ্টনী স্থাপন।	জুলাই,২০১৭ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।	Support to Climate Change Mitigation Through Reducing Human-Elephant Conflict. To conserve the ecology as well as homesteads plantations, green coverage, crops and lives from wild elephant; To validate the area for cxorridor demarcation through creation ecological barrrier and solar power fences construction; To set up solar power fences at the identified corridors to ensure safe movement of elephant through the corridors; To pilot the ecological barrier through deterrent species.	ঝিনাইগাতি এবং শ্রীবর্ধী উপজেলা, শেরপুর।
১০।	শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকো পার্ক , রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম প্রকল্পের এর আওতায় বিদ্যমান স্থাপনার সংস্কার ও সংরক্ষণ।	আগস্ট,২০১৭ হতে ডিসেম্বর,২০২০ পর্যন্ত।	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ফলে সৃষ্ট ভূমিধ্বসের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ বিদ্যমান স্থাপনার সংস্কার ও সংরক্ষণ করা; বিদ্যমান সৌন্দর্যবর্ধক বাগান সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত নেতিবাচক প্রভাব কমানো/ হ্রাসকরণ ; জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় টেকসই ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র	রাঙ্গুনিয়া, চট্রগ্রাম।

ক্রমিক নং	কর্মসূচীর নাম	বাস্তবায়নকাল	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	কর্মসূচী এলাকা
১	২	৩	৪	৫
			বিমোচন; দেশী-বিদেশী পর্যটকদের প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে চিত্ত-বিনোদনের জন্য পরিবেশ বান্ধব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিকরণ; প্রতিবেশ পর্যটনের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা এবং দেশের বন ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও আগ্রহী গবেষকদের গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিকরণ।	
১১।	সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কাজিপুর উপজেলায় শহীদ ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ইকোপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প।	জুলাই,২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্প সমাপ্তি না হওয়ায় সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হবে।	প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্রের সমৃদ্ধিকরণ; ইকো-পার্ক এলাকায় বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় বৃক্ষ রোপণ ও শোভাবর্ধনকারী বৃক্ষসহ পশুপাখীর খাবার উপযোগী বনজ ও ফলজ বৃক্ষরোপণ মাধ্যমে Carbon Sequestration করা ; দেশী-বিদেশী পর্যটকদের প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে চিত্ত-বিনোদনের জন্য পরিবেশ বান্ধব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিকরণ; বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদের জীনপুল সংরক্ষণ; বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও প্রজনন ক্ষেত্র উন্নয়ণ; স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; রাজস্ব আয়ের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি;সৌন্দর্যবর্ধকবাগান সৃজনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত নেতিবাচক প্রভাব কমানো/ হ্রাসকরণ; জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ইকোপার্ক সৃষ্টির মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের উন্নয়ন; জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় পরিবেশ বান্ধব পর্যটন(ইকো-টুরিজম)- এর মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন এবং দেশের বন ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও আগ্রহী গবেষকদের গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিকরণ।	কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ।
১২।	রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিবর্ষন জনিত ভূমিধ্বসে ক্ষতিগ্রস্থ স্থাপনা সমূহ মেরামত ও সংস্কার প্রকল্প	জানুয়ারী ,২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০পর্যন্ত।	ভূমিধ্বস ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে সরকারী স্থাপনা সমূহ সুরক্ষা করা: পরিবেশ বান্ধব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্ম উদ্দীপনা সৃষ্টি করা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং রাঙ্গামাটি সার্কেলাধীন রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।	রাঙ্গামাটি সার্কেলাধীন রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
১৩।	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সারাদেশব্যাপী ব্যাপক	জুলাই,২০১৮ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্প সমাপ্তি না হওয়ায় সময়	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব হ্রাস; জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে জনমনে সচেতনতা বৃদ্ধি;স্থানীয় জনগণকে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অফধঢ়ঃধঃরড়হ বা খাপ খাওয়ানোর জন্য তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;স্থানীয় গরীব লোকজনকে চারা উত্তোলনকাজে দিনমজুর	সারাদেশব্যাপী

ক্রমিক নং	কর্মসূচীর নাম	বাস্তবায়নকাল	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	কর্মসূচী এলাকা
১	২	৩	৪	৫
	বনায়নের লক্ষ্যে চারা উত্তোলন (৩য় পর্যায়)।	বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।	হিসেবে নিয়োজিত করতঃ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং বৃক্ষরোপণে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন।	
১৪।	চরফ্যাশন রেঞ্জের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্প সমাপ্তি না হওয়ায় সময় বৃদ্ধিও প্রস্তাব করা হয়েছে।	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব প্রশমনকরণ। সৌন্দর্যবর্ধক বাগান সৃজনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাব কমানো/ হ্রাসকরণ ; জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ইকোপার্ক সৃষ্টির মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের উন্নয়ন; জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন; দেশী-বিদেশী পর্যটকদের প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে চিত্ত-বিনোদনের জন্য পরিবেশ বান্ধব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিকরণ; প্রতিবেশ পর্যটনের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা; দেশের বন ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও আগ্রহী গবেষকদের গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিকরণ।	চরফ্যাশন,ভোলা।
১৫।	খুলনা জেলায় শেখ রাসেল ইকো পার্ক স্থাপন ।	জুন, ২০১৮ হতে জুন ২০২১পর্যন্ত।	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব হ্রাস করা, জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং ইকো ট্যুরিজমের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। সৌন্দর্যবর্ধক বাগান, বনজ এবং ফলদ বাগান, ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত নেতিবাচক প্রভাব কমানো/ হ্রাসকরণ ; জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ইকো-পার্ক সৃষ্টির মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের উন্নয়ন; বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সৃষ্টি ও উন্নয়ন। পর্যটকদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য পরিবেশ বান্ধব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিকরণ;	খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা ও রূপসা উপজেলা।

ক্রমিক নং	কর্মসূচীর নাম	বাস্তবায়নকাল	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	কর্মসূচী এলাকা
১	২	৩	৪	৫
			প্রতিবেশ পর্যটনের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা রাজস্ব আয়ের সম্ভবনাকে কাজে লাগিয়ে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।	
১৬।	সুন্দরবনে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনঃস্থাপন প্রকল্প	সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে আগস্ট, ২০১৯ পর্যন্ত। প্রকল্প সমাপ্তি না হওয়ায় সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় টেলিযোগাযোগ পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে সুন্দরবনের প্রতিবেশ সুরক্ষা, স্থায়িত্ব প্রদান, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ। সুন্দরবন ব্যবস্থাপনায় টেলিকম নেটওয়ার্ক পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে বন ও বন্যপ্রাণীর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং টহল জোরদারকরণের ব্যবস্থা করা; সুন্দরবনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় গতি সঞ্চার করা। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিবিড় পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা; জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় প্রাকৃতিক বনাঞ্চল সংরক্ষণের জন্য সুন্দরবন ব্যবস্থাপনায় টেলিকম নেটওয়ার্ক পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ; প্রাকৃতিক বনাঞ্চল সংরক্ষণের মাধ্যমে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকার সুযোগ অব্যাহত রাখা।	খুলনা সদর, বাগেরহাট সদর, কয়রা, পাইকগাছা, দাকোপ, মোংলা, শরণখোলা, মোড়েলগঞ্জ, শ্যামনগর।
১৭।	সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কাজিপুর উপজেলায় সমন্বিত বনায়নের মাধ্যমে যমুনা নদীর চরাঞ্চল ও নাটুয়ার পাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষা প্রকল্প।	নভেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব প্রশমন/ হ্রাস করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা। পরিবেশ ও প্রতিবেশ বান্ধব পর্যটন (ইকোট্যুরিজম)এর মাধ্যমে স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্রের সমৃদ্ধিকরণ; চর এলাকায় বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় বৃক্ষ রোপণ ও শোভাবর্ধনকারী বৃক্ষসহ পশুপাখীর খাবার উপযোগী বনজ ও ফলজ বৃক্ষরোপণ মাধ্যমে Carbon Sequestration করা ; দেশী-বিদেশী পর্যটকদের প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে চিত্ত-বিনোদনের জন্য পরিবেশ বান্ধব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিকরণ; বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদের জীনপুল সংরক্ষণ; বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও প্রজনন ক্ষেত্র উন্নয়ণ; স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; রাজস্ব আয়ের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি;সৌন্দর্যবর্ধকবাগান সৃজনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত নেতিবাচক প্রভাব কমানো/ হ্রাসকরণ;	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলা।

ক্রমিক নং	কর্মসূচীর নাম	বাস্তবায়নকাল	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	কর্মসূচী এলাকা
১	২	৩	৪	৫
			জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ইকোপার্ক সৃষ্টির মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের উন্নয়ন; জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় পরিবেশ বান্ধব পর্যটন(ইকো-ট্যুরিজম)- এর মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন এবং দেশের বন ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও আগ্রহী গবেষকদের গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিকরণ	
১৮।	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় পরিবেশের ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে বৃক্ষ রোপণে উদ্বুদ্ধকরণ।	নভেম্বর ২০১৮ হতে ফেব্রুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্প সমাপ্তি না হওয়ায় সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব হ্রাস; জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে জনমনে সচেতনতা বৃদ্ধি; স্থানীয় জনগণকে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে Adaptation বা খাপ খাওয়ানোর জন্য তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি; বৃক্ষরোপণে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন।	সমগ্র বাংলাদেশ।
১৯।	টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় সুন্দরবনে সুপেয় পানীয় জল সরবরাহের জন্য পুকুর খনন ও পুনঃখনন প্রকল্প।	নভেম্বর ২০১৯-অক্টোবর ২০২০। প্রকল্প সমাপ্তি না হওয়ায় সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হবে ।	সুন্দরবনে পুকুর খনন ও পুন:খনন করে সুপেয় (মিঠা) পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সুপেয় পানীয় জলের চাহিদা পূরণ। সুন্দরবনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকল পর্যটক, জেলে এবং বাওয়ালীদের জীবন জীবীকা নির্বাহের জন্য সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা; বিদ্যমান বন্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণ ও সুপেয় (মিঠা) পানীয় জলের প্রয়োজন মেটানোর মাধ্যমে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষন; বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণ ও কাজ-কর্মের স্বাভাবিকতা বজায় রাখার মাধ্যমে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বনাঞ্চল সংরক্ষণ।	বাগেরহাট সদর, দাকোপ, মোংলা, শরণখোলা, মোড়েলগঞ্জ।